দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 20 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিমাতাসুলভ আচরণে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ছে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে। আন্দোলন শুরু করছে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এনভায়রনমেন্টাল টেকনোলজিসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদসহ সরকারের সংশ্লিষ্টরা প্রতিনিয়ত নানা উদ্যাগের কথা বললেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টিতে মন্ত্রণালয়ের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উদ্যোগ সফল হতে দিচ্ছেন না। সরকারের এ উদ্যোগ সফল হলে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও ভুঁইফোঁড় কারিগরি ইনস্টিটিউটের শিক্ষা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে তাই এসব প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করছেন অসৎ কর্মকর্তার। কারিগরি শিক্ষার এ দাবি বাস্তবায়ন আন্দোলনের সঙ্গে সব সময় ছিলেন বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি ও শ্যামলী আইডিয়াল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ এমএ সাত্তার। সার্বিক পরিস্থিতিতে হতাশা প্রকাশ করে তিনি জনকণ্ঠকে বলেন, বহু বছরের দাবি অনুযায়ী এ উদ্যোগ নিয়েছিল সরকার। কিন্তু তাও বাস্তবায়ন হবে বলে মনে হচ্ছে না। বিষয়টিতে তিনি অবিলম্বে শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

মৌলবাদীদের হুমকিতে কওমির শিক্ষার্থীদের সনদ স্বীকৃতি বন্ধ ॥ বছরের পর বছর ধরে আশার আলো দেখলেও এখন পর্যন্ত কিছু মৌলবাদী ধর্ম ব্যবসায়ীর হুমকিতে হাজার হাজার কওমি মাদ্রাসা ও এর শিক্ষার্থীদের সনদের সরকারী স্বীকৃতির উদ্যোগ থেকে সরে এসেছে সরকার। জামায়াত মদদপুষ্ট বিতর্কিত কিছু হেফাজত নেতার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির কবলে পড়ে কপাল পুড়েছে কওমি মাদ্রাসার ৫০ লক্ষাধিক সাধারণ শিক্ষার্থীর। কওমি মাদ্রাসার উন্নয়ন সাধারণ মানুষ চাইলেও হেফাজত নেতা নামধারী জামায়াতপন্থী নিয়ন্ত্রকরা চাচ্ছেন নিজেদের স্বার্থে গরিব ও অসহায় শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করতে। এ লক্ষ্যেই হেফাজতের ব্যানারে হুমকি দেয়া হয়, স্বীকৃতি দিলে দেশে লাখ লাখ লাশ পড়বে। এ হুমকিতেই নতুন করে ঝামেলা এড়াতে অবস্থান থেকে আপাতত সরে এসেছে সরকার। জানা গেছে, স্বীকৃতি দান প্রক্রিয়া আপাতত বন্ধ আছে। এর এর ফলে অর্ধকোটি গরিব ও এতিম শিক্ষার্থীর স্বপ্নের সনদের সরকারী অনুমোদন হচ্ছে না। অথচ স্বীকৃতি পেলে সরকারী-বেসরকারী চাকরির সুযোগ নিশ্চিত হতো, আর্থিকভাবেও তারা স্বাবলম্বী হয়ে দাঁড়াতে পারত। কিছু ধর্ম ব্যবসায়ী সনদের বিরোধিতা ও হুমকিতে সরকার পিছু হঠায় ক্ষুব্ধ ও হতাশ সনদের স্বীকৃতি দানের জন্য বছরের পর বছর ধরে আন্দোলনরত মাদ্রাসার সকল সংগঠন। ক্ষুব্ধ শান্তিপ্রিয় আলেম-ওলামাসহ দেশের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদরাও।

ঝুলে থাকা কাজে গতি আনার চেষ্টা ॥ দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা কাজে গতি আনার উদ্যোগ নিয়েছে বলে দাবি করেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। এ লক্ষ্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে চিহ্নিত করা হয়েছে অন্তত ১২টি বিষয়কে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দ্রুত সমস্যার সমাধান ও সরকারের নেয়া উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রী কাজ শুরু করেছেন। জানা গেছে, শিক্ষক অসন্তোষ, শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন, বেসরকারী শিক্ষক নিয়োগে আলাদা কমিশন গঠন, শিক্ষা আইন ও পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ দ্রুত শেষ করতে চায় সরকার।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রগুলো বলছে, কাজ দ্রুত শেষ করতে দুটি বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার কাছে অনানুষ্ঠানিক নোট দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। যেখানে মন্ত্রী তুলে ধরেছেন দেশের উন্নয়নে সরকারের অঙ্গীকারের কথা। তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে শিক্ষার উন্নয়নে নেয়া কাজগুলোর কথাও। মন্ত্রী সকল কর্মকর্তার উদ্দেশে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত প্রায় পৌনে সাত বছরে জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক বিরাট ও যুগান্তকারী উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। উন্নত দেশ গঠন এবং উন্নয়নের যে প্রক্রিয়া চলছে তার মাধ্যমে আমাদের জাতির সামনে এক অভূত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। আমাদের শিক্ষা পরিবারের দায়িত্বশীল সকল সদস্যের এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে কাজ করতে হবে এবং সকল সদস্যকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সকল মহলকে প্রস্তুত করতে হবে।

ভাল কাজে পুরস্কৃত করার ইঙ্গিত দিয়ে মন্ত্রী বলেছেন, যারা কাজে সফল হবেন, আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবেন, তাদের সম্মানিত করা হবে। যারা ব্যর্থ হবেন তাদের জবাবদিহি করতে হবে। মন্ত্রীও এ জবাবদিহিতার উর্ধে নন। এদিকে নির্দিষ্ট করে ঝুলে থাকা কাজ নিয়ে না আগালেও গুরুত্বপূর্ণ সকল কাজেই হাত দিতে চায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে হঠাৎই নতুন নতুন জটিলতা সামনে চলে আসায় পুরনো কাজ আগানো নিয়ে অনেকটা হিমশিম খাচ্ছে এ মন্ত্রণালয়।